INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

স্তরভিত্তিক বৈষম্য, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়: আম্বেদকরবীক্ষা

*** ড. সুজয় মণ্ডল**

https://doi.org/10.5281/zenodo.21075346

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে জাতিভেদপ্রথা বিষয়ক ডঃ বি আর আম্বেদকরের চিন্তাকে কেন্দ্রে রেখে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে জাতিভেদ কেবল একটি সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস নয়, বরং একটি গতিশীল ব্যবস্থা, যা সামাজিক সম্পর্ক, নৈতিক মানদণ্ড এবং ক্ষমতার বণ্টনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রেক্ষিতে, এই প্রবন্ধ যৌক্তিকভাবে এটা দেখায় যে জাতিভেদ প্রথা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পাশাপাশি জ্ঞান-উৎপাদন, বিশ্বাসতন্ত্র এবং দৈনন্দিন সামাজিক রীতি-নীতির মধ্য দিয়ে নিজেকে পুনরুৎপাদন করে। আম্বেদকরের বিশ্লেষণের আলোকে জ্ঞান ও ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, প্রথাগত কর্তৃত্ব ও ধর্মীয় বৈধতা জাতিভেদের স্থায়িত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে, কেবল আইনগত বা সাংবিধানিক সমতার ধারণা বাস্তব সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়। এই প্রবন্ধে আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক আদর্শ ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আছে। এই দ্বন্দ্ব নির্দেশ করে যে, সামাজিক বৈষম্য নৈতিকভাবে স্বীকৃত থাকলেও আইনি কাঠামোর কার্যকারিতা সীমিত হয়ে পড়ে। অতএব, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল এটা দেখান যে, প্রকৃত সামাজিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন সামাজিক সম্পর্ক ও নৈতিক চেতনার মৌলিক পুনর্গঠন। আম্বেদকরের মতে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতির ভিত্তিতে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণ এই রূপান্তরের প্রধান শর্ত। এই প্রবন্ধে উদ্দেশ্য হল উক্ত ন্যায়ভিত্তিক সমাজগঠনের তাত্ত্বিকভিত্তির ব্যাখা প্রদান করা।

**সহকারী অধ্যাপক, দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন*

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ভূমিকা: ঐতিহাসিক পেক্ষাপট

জাতিভিত্তিক বৈষম্যের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যমানতা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গভীর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। ডঃ বি আর আম্বেদকরের মতে, জাতিভেদ প্রথার এই শ্রেণীবিন্যাসগত কাঠামো মূলগতভাবে সমতার ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে, আম্বেদকর রচিত *Annihilation of Caste* (1936) গ্রন্থটি সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও গণতন্ত্রের সম্ভাবনার মধ্যেকার সম্পর্ককে নতুন করে ভাববার ক্ষেত্রে আমাদের প্রবৃত্ত করে। আম্বেদকর জাতিভেদ প্রথাকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার একটি নিছক আনুষঙ্গিক বা সংস্কারযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, জাতিভেদ প্রথা এমন একপ্রকার 'স্তরভিত্তিক বৈষম্যমূলক' (graded inequality) ব্যবস্থা যা ধর্মীয় কর্তৃত্ব, সামাজিক পুনরুৎপাদন এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টিকে থাকে। তাই তিনি লিখেছেন, "...Caste System is not merely division of labour. It is also a division of labourers... it is an hierarchy in which the divisions of labourers are graded one above the other"।[1] তাঁর এই ধরণের মন্তব্য প্রকৃতার্থে সেই সমস্ত ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করে, যে ব্যাখ্যাগুলি জাতিব্যবস্থাকে হয় কার্যকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা ফলপ্রদ সাংস্কৃতিক রীতি হিসেবে যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। তবে জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে আম্বেদকরের সমালোচনার মূল্যায়ন জাতিভেদ প্রথার বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে করতে হবে। জাতিভেদ প্রথাকে কখনও ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কখনও বা এই ব্যবস্থাকে একটি আদর্শগত শ্রেণীবিন্যাস হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন জাতিভেদ প্রথার এই ভিন্ন ভিন্ন ধারণাগত ব্যাখা আসলে প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক চর্চাকে প্রভাবিত করে। সুতরাং, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল আম্বেদকরের কিছু বিশেষ রচনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা অনুসন্ধান করা যে, আম্বেদকর কীভাবে জাতিভেদ প্রথার সমালোচনার মাধ্যমে এই ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তিমূলের পুনর্গঠনের কথা বলেছেন।

জাতিপ্রথার ইতিহাসচর্চা বিভিন্ন ধারণাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিলো। Nicholas Dirks তাঁর *Castes of Mind* গ্রন্থে যুক্তি দিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম ফলাফল হল জাতিকে একটি সর্বভারতীয় ও সর্বব্যাপি শ্রেণী হিসেবে প্রকাশ করা।[2] তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার জাতিভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস স্থানীয় সামাজিক পরিচয় সমূহকে একটি দৃঢ় ও সর্বব্যাপী ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছিল, যা জাতিকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছিল। যদিও Dirks যেভাবে ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের ফলাফলরূপে জাতিকে ব্যাখ্যা করে তার সমালোচনা করেছেন তা ঐতিহাসিক মহলে প্রশংসা পেলেও, Dirks-এর তত্ত্ব প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথার গভীর প্রভাবকে খর্ব করে। Dirks-এর তত্ত্বায়নের বহু পূর্বে আম্বেদকর দেখিয়েছেন যে, জাতিপ্রথা এমন এক ব্যবস্থা যা ভারতীয় সমাজের বহুদিন ধরে গভীরভাবে প্রোথিত। তাই তিনি, জাতিপ্রথাকে কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ফল হিসেবে গণ্য করেননি। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, জাতিপ্রথা আসলে এমন একটি ব্যবস্থা যা ধর্মীয় মতবাদ ও সামাজিক প্রথার মধ্যে নিমজ্জিত। তিনি জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, জাতিভেদ প্রথার কর্তৃত্ববাদী অনুমোদনের ভিত্তি হল ধর্ম।[3] Dirks যেখানে জাতিপ্রথাকে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার ওপর জোর দিয়েছেন, সেখানে আম্বেদকর, জাতিপ্রথার অভ্যন্তরীণ

[1] Ambedkar, B. R. *Annihilation of Caste*. p.47
[2] Nicholas Dirks, *Castes of Mind* (2001).
[3] Ambedkar, B. R. *Annihilation of Caste*. pp.65-69

graded inequality-র ধারণার ওপর জোর দিয়েছেন। আম্বেদকর মনে করতেন যে, জাতিপ্রথা কোন সমন্বিত তন্ত্র বা ব্যবস্থা নয়, এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা বিভাজন ও আধিপত্যের ধারণাকে মান্যতা দেয়। তাঁর এই স্তরবিন্যাসগত বৈষম্যের (graded inequality) ধারণা সরাসরি জাতিপ্রথা সম্পর্কে Dumont-র ধারণাকে অস্বীকার করে, যেখানে জাতিপ্রথাকে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কম এবং মূল্যবোধের ব্যবস্থা হিসেবে বেশি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[4]

পরবর্তীকালে রণজিৎ গুহর নেতৃত্বে ভারতে যে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের ধারা শুরু হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল প্রান্তিক গোষ্ঠীর স্বকীয়তা পুনরুদ্ধার করা এবং ভারতীয় ইতিহাসের অভিজাত-কেন্দ্রিক আখ্যানকে চ্যালেঞ্জ করা। কিন্তু বহু গবেষক মনে করেন যে প্রাথমিক পর্যায়ে সাবঅল্টার্ন ইতিহাসচর্চায় প্রায়শ জাতিকে শ্রেণীর বৃহত্তর ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে, ফলে, জাতিপ্রথার নিজস্বতা কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে গেছে। পরবর্তীতে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের পরিধি বিস্তারে Sharmila Rege, Anupama Rao প্রমুখ আম্বেদকরপন্থী গবেষকদের কাজ অন্যতম ভূমিকা পালন করে। Sharmila Rege দলিত নারীদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাতিপ্রথার বিদ্যমান কাঠামোর জটিলতাকে প্রকাশ করেছেন।[5] যে জটিলতা জাতি ও লিঙ্গের মধ্যেকার ক্রূর সম্পর্ককে নির্দেশ করে। একইভাবে, Anupama Rao-এর দলিত ব্যক্তিসত্তার অন্বেষণ এই ধারণাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখেছে।[6] আম্বেদকরপন্থী গবেষকদের এই ধারণাগত রূপান্তর কেবলমাত্র সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের পরিধি বিস্তারে সাহায্য করেছে তা নয়, বরং এই ধারণাগত পরিবর্তন আম্বেদকরের চিন্তার দীর্ঘমেয়াদী এবং গভীর প্রভাবকে নির্দেশ করে। সাম্প্রতিক সময়ে Gopal Guru ও Sundar Sarukkai তাঁদের গ্রন্থ *The Cracked Mirror*-এ যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে জাতিপ্রথা অপ্রতিসম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়।[7] তাঁদের এই যুক্তি যেন আম্বেদকর যেভাবে হিন্দু শাস্ত্রের জ্ঞানতাত্ত্বিক সমালোচনা করেছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুরণন।

স্তরবিন্যাসগত বৈষম্য (graded inequality) ও ধর্মের নিয়ন্ত্রণ

জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আম্বেদকরের সমালোচনার ভিত্তি হল স্তরবিন্যাসগত বৈষম্য (graded inequality)-এর ধারণা। এই ধারণা জাতিগত স্তরবিন্যাসের ব্যবস্থাকে সামাজিক অন্যান্য স্তরবিন্যাসের ধারণার থেকে পৃথক করে। শ্রেণীগত সামাজিক বিন্যাসের দ্বৈতরূপকে অস্বীকার করে আম্বেদকর জাতিপ্রথাকে এমন এক hierarchy হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যেখানে প্রত্যেকটি গোষ্ঠী অন্যদের তুলনায় একটি স্বতন্ত্র অবস্থান দখল করে থাকে। আম্বেদকরের মতে এই কাঠামোগত ব্যবস্থা নিপীড়িত গোষ্ঠীর মধ্যে সম্মিলিত সংহতির বিকাশে প্রতিবন্ধক। তিনি লিখেছেন, "it divides men into separate communities. ...it places these communities in a graded order one above the other in social status. Each caste takes its pride and its consolation in the fact that in the scale of castes it is above some other caste."।[8] জাতিপ্রথাকে স্তরবিন্যাসগত বৈষম্যের ধারণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলে এই ব্যবস্থার নিষ্ঠুর নৈতিক পরিণতি রাজনৈতিকভাবে কতটা অসংবেদনশীল তা বোঝা যায়। আম্বেদকর যথার্থই লিখেছেন, "Caste has killed public spirit... it has made public opinion impossible"।[9] এই ধরণের বক্তব্য সমাজের নৈতিক

[4] Dumont,Louis. *Homo Hierarchicus* (1970).
[5] Rege,Sharmila. *Against the Madness of Manu* (2013).
[6] Rao,Anupama. *The Caste Question* (2009).
[7] Guru, Gopal and Sarukkai, Sundar. *The Cracked Mirror* (2019).
[8] Ambedkar, B. R. *Annihilation of Caste*. p.72
[9] ঐ, পৃ. ৪৭.

পরিকাঠামোর অবক্ষয়কে নির্দেশ করে। Public opinion বা জনমত বলতে এখানে এমন বোধ বা চেতনার কথা বুঝতে হবে যা অন্যদেরকে একটি সম্মিলিত নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সামর্থ্যকে বোঝায়। জাতভিত্তিক বৈষম্যমূলক শ্রেণীবিন্যাস ব্যক্তির মধ্যে জন্মগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ নির্ধারণ করে বলে, জাতভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় উক্ত জনমত গঠনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই ধরণের চিন্তার দার্শনিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। আম্বেদকরের চিন্তাভাবনা বহুলাংশে উদারনৈতিক ন্যায়তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে প্রত্যেক মানুষের নৈতিক সমতার ওপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু আম্বেদকর এমন এক সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে বড় হয়েছেন যেখানে দৈনন্দিন পারস্পরিক সম্পর্কের স্তরেই এই ধরনের সমতাকে অস্বীকার করা হয়। শ্রেণীভিত্তিক ব্যবস্থায় অভিন্ন বস্তুগত স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে সম্মিলিত চেতনা সৃষ্টির সুযোগ থাকলেও, graded inequality অনুসৃত জাতিভেদ প্রথা সামাজিক ব্যবস্থাকে এমনভাবে খণ্ডিত করে যা সামগ্রিক চেতনা সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। আম্বেদকর তাই লিখেছেন, "In a system of graded inequality there is no such class as a completely unprivileged class except the one at the bottom... every class being privileged, every class is interested in maintaining the system"।[10] সুতরাং, আম্বেদকরের সমালোচনামূলক চিন্তা, জাতপাত-ভিত্তিক বৈষম্যকে অতিক্রম করে সামগ্রিক সত্তা নির্মানের বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে শেখায়।

আম্বেদকরের graded inequality-র ধারণাকে বিশেষ ধরণের সামাজিক সত্তাতত্ত্ব হিসেবে বোঝা যেতে পারে, যে তত্ত্ব এটা ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে hierarchical আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক একধরণের বিশেষ সামাজিক বাস্তবতা তৈরি করে। জাতিভেদ প্রথা কেবলমাত্র কিছু বিচ্ছিন্ন প্রথা বা নীতির সমষ্টি নয়, বরং এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা পরিচয়, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং উপলব্ধিকে নির্মান করে। আম্বেদকর তাই লিখেছেন "The Hindu social order does not recognise the individual as a centre of social purpose. For the Hindu social order is based primarily on class or Varna and not on individuals."।[11] বৈষম্যমূলক শ্রেণীবিন্যাস সমাজের মূল গঠনতন্ত্রে কতটা গভীর ভাবে মূলীভূত আছে তা বোঝা যায় যখন ব্যক্তির থেকে ব্যক্তির জাতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আম্বেদকরের মতে জাতিভেদ প্রথার সারমর্ম হল 'অন্তর্বিবাহ' নামক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতি ব্যবস্থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ধারাবাহিকভাবে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।[12] অন্তর্বিবাহের মাধ্যমে পবিত্রতা, সম্মান এবং সামাজিক বিন্যাসের ধারণাগুলিকে টিকিয়ে রাখা হয় যা জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিমূলকে আরও শক্তিশালী করে। সেই কারণে তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, অস্পৃশ্যতার ধারণা জাতিপ্রথার ধারণার থেকে অবিচ্ছেদ্য, তিনি লিখেছেন, "The outcaste is a by-product of the caste system. There will be outcastes as long as there are castes"।[13] এই ধরণের চিন্তা জাতিভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের পারস্পরিক গঠনমূলক প্রকৃতিকে তুলে ধরে, যেখানে একটি জাতির অবমাননা অন্য জাতির মর্যাদাকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে।

আম্বেদকরের জাতিভেদ প্রথার সমালোচনার একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয় হল হিন্দুধর্মের প্রতি সমালোচনা। তাঁর চিন্তায় ধর্ম কেবলমাত্র সাধারণ

---

[10] ঐ, পৃ. ২৫.

[11] Ambedkar, B. R. "The Hindu Social Order—Its Eseential Principles". p.99.

[12] Ambedkar, B. R. *Annihilation of Caste*. p.71.

[13] ঐ, পৃ. ৭২.

বিশ্বাসতন্ত্র নয়, বরঞ্চ, ধর্ম হল এমন এক জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো যা শ্রেণীবদ্ধ বিন্যাসকে বৈধতা প্রদান করে। তিনি লিখেছেন, "The enemy is not the people who observe caste, but the Shastras which teach them this religion of caste"।[14] অর্থাৎ তাঁর মতে, জাতিভেদ প্রথা নিছক সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, এটি একান্তভাবে ধর্মীয় ব্যবস্থা। আম্বেদকরের চিন্তার এটি একটি বিশেষ দিক যে তিনি জাতপাতের সামাজিক সমালোচনার পরিবর্তে ধর্মীয় সমালোচনার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জাতিভেদ প্রথার বৈধতা যেহেতু ধর্মের দ্বারা প্রাপ্ত হয় তাই, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে কেবলমাত্র সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে জাতিভেদ প্রথার মতো নির্মম, ক্রূর ব্যবস্থার উচ্ছেদ সম্ভব নয়। এর জন্য সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি প্রয়োজন প্রচলিত জ্ঞানতত্ত্বকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটানো, যে তাত্ত্বিক ধারণা কোনোভাবেই হিন্দু শাস্ত্র ও বেদের কর্তৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন, "You must destroy the authority of the Shastras and the Vedas"।[15] তাঁর এই চিন্তা যে কতটা চরম মনোভাবাপন্ন ছিল তা বোঝা যায় যদি আমরা হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এর তুলনা করি। গান্ধীর প্রচেষ্টা ছিল হিন্দু শাস্ত্রসমূহকে সমতাবাদী ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু আম্বেদকর এই ধরণের সমস্ত প্রচেষ্টাকে শুধু অপর্যাপ্ত নয়, অযথার্থ বলেও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "You cannot build anything on the foundations of caste, you cannot build up a nation, you cannot build up a morality"।[16] একই যুক্তি আমরা তাঁর রচিত *Who Were the Shudras?* (1946) এবং *The Untouchables* (1948) গ্রন্থেও দেখতে পাই। প্রথম গ্রন্থটিতে আমরা দেখি যে, আম্বেদকর ঐতিহাসিক উৎসের পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে বর্ণব্যবস্থা কোন ঐশ্বরিক বিষয় নয়, বরং বর্ণব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বহিষ্করণের মধ্যে দিয়ে। অন্যদিকে, *The Untouchables* গ্রন্থে অস্পৃশ্যতার সঙ্গে ধর্মীয় প্রথা ও social stigma-র ধারণাকে যুক্ত করে অস্পৃশ্যতার ইতিহাসকে পুনর্নির্মান করেছেন। হিন্দুধর্মের ও শাস্ত্রের সমালোচনার মাধ্যমে আম্বেদকর বর্ণব্যবস্থার আদর্শগত ভিত্তিকে খণ্ডন করে বিকল্প জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারার সূচনা করেছেন।

ধর্মীয় কর্তৃত্বের সমালোচনা ছাড়া জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ কেবলমাত্র সমাজসংস্কারের মাধ্যমে সম্ভব নয়। আম্বেদকর যুক্তি দিয়েছেন যে, "The Hindus observe caste not because they are inhuman... but because they are deeply religious"।[17] অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথার আলোচনার ভিত্তি হওয়া উচিত সেই ধর্মীয় জ্ঞানতত্ত্ব যা এই ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করে টিকিয়ে রাখে। Gopal Guru এবং Sundar Sarukkai যেমন মনে করেন যে জাতিভেদ প্রথা "epistemic asymmetry" তৈরি করে। এই ধরণের পর্যবেক্ষণ আসলে আম্বেদকরের ধর্মীয় জ্ঞানতত্ত্বের ধারণাকে স্পষ্ট করে। আম্বেদকর যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে ধর্ম ভিত্তিক জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোয় কিছু বিশেষ জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং তার মাধ্যমে জাতিভেদ প্রথার মতো নিষ্ঠুর ব্যবস্থার বৈধতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হয়। যেখানে শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য বৈষম্যমূলক শ্রেণীবিন্যাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সেখানে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক বৈষম্য নিয়ন্ত্রণকারী নীতিসমূহের খণ্ডন একান্ত প্রয়োজনীয়।

গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়

আম্বেদকরের মতে গণতন্ত্র কেবল একটি শাসনব্যবস্থা নয়। এটি মূলত সম্মিলিত জীবনযাপন এবং

[14] ঐ, পৃ. ৪২.
[15] ঐ, পৃ. ৪৫.
[16] ঐ, পৃ. ৬৭.
[17] ঐ, পৃ. ৪৩.

যৌথ অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি পদ্ধতি। গণতন্ত্র, তাঁর মতে, এমন এক মনোভাব যার মূল কথা হল সহনাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। জাতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় পরস্পর স্তরভিত্তিক বৈষম্যের উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভবনাকেও ক্ষীণ করে তোলে। আম্বেদকরের মতে, কেবলমাত্র বিধিবৎ সমতার ওপর ভিত্তি করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, বিধিবৎ সমতার পাশাপাশি প্রয়োজন ভ্রাতৃত্ববোধ যা সামাজিক বৈষম্যকে দূর করে মানবতার ধারণাকে নির্দেশ করে। কিন্তু জাতিভেদ প্রথা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাধারণ মানবতাকে অস্বীকার করে। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, "For fraternity can be a fact only when there is a nation. Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint"।[18]

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আম্বেদকরের social democracy সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর মতে সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে প্রকৃতার্থে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের স্থাপন সম্ভব নয়। তাঁর মতে, "Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy"।[19] Social democracy বলতে তিনি এমন এক জীবনধারা বুঝেছেন যা স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বকে জীবনের মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের এই মূলনীতিগুলোকে কোনো একটিকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করলে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। আম্বেদকরের এই social democracy-এর ধারণা আসলে উদারনৈতিক ভাবধারাকে খণ্ডন করে, যে ভাবধারা অনুযায়ী সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং বিধিসম্মত অধিকার ভিত্তিক রাজনৈতিক সমতার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আম্বেদকরের মতে হিন্দু সমাজব্যবস্থা যেহেতু শ্রেণীবদ্ধ বৈষম্যমূলক জাতিভেদ প্রথার ওপর ভিত্তি করে টিকে আছে, সেহেতু এই ধরণের সমাজব্যবস্থা একান্তভাবে ভ্রাতৃত্বের ধারণার বিরোধী। স্পষ্টত, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ কেবলমাত্র সামাজিক সংস্কারের বিষয় নয়, বরঞ্চ সামাজিক গণতন্ত্র ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি পূর্বশর্ত। এর জন্য প্রয়োজন, আম্বেদকরের মতে, "complete change in the fundamental notions of life"[20], যে জীবনবোধের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শ্রেণিবিন্যাসগত মূল্যবোধের বর্জন এবং একটি নতুন নৈতিক কাঠামো গ্রহণ। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই পরিবর্তন শুধুমাত্র রাজনৈতিক উপায়ে লাভ করা সম্ভব নয়, এর জন্য সামাজিক ও নৈতিক সম্পর্কের পুনর্গঠন অপরিহার্য। তিনি এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, জাতপাতের ধারাবাহিক উপস্থিতি কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ব্যক্তির চিন্তা ও আচরণের অসমতামূলক অভ্যাসকেও প্রতিফলিত করে। তাই তিনি লিখেছেন "the assertion by the individual of his own opinions and beliefs, his own independence and interest as over against group standards, group authority and group interests is the beginning of all reform"।[21]

আম্বেদকরের মতে, "Democracy in India is only a top-dressing on an Indian soil which is essentially undemocratic"।[22] রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই ধরণের সমালোচনার বিস্তৃতরূপ দেখা যায় তাঁর রচিত *States and Minorities* (1947) গ্রন্থে। যেখানে তিনি গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে অর্থনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি সামাজিক অধিকারের দিকটিও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সামাজিক সমতা

[18] Constituent Assembly Debates, 25 November 1949. p.1217
[19] Constituent Assembly Debates, p.1216
[20] Ambedkar, B. R. *Annihilation of Caste*. p.78.
[21] ঐ, পৃ. ৫৬
[22] ঐ, পৃ. ৬১

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, দলিতদের অধিকার সংরক্ষণ এবং সম্পদের পুনর্বণ্টন। সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সমতার সহাবস্থান যে কতটা বিপদজনক সে বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ-বিষয়ে Constituent Assembly Debates-এ তাঁর পর্যবেক্ষণ বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেছেন, "we are going to enter into a life of contradictions... in politics we will have equality, but in social and economic life we will have inequality"।[23] তিনি এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন যে সাংবিধানিক সমতা এবং বাস্তব জাতিভিত্তিক বৈষম্যের সহাবস্থান এমন এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে যা শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে দিতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, জাতপাতের টিকে থাকা কেবল একটি সামাজিক সমস্যা নয়, এটি একটি রাজনৈতিক সমস্যাও বটে, কারণ এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজজীবনের ভিত্তিকে ক্ষয় করে।

বৌদ্ধধর্ম ও সামাজিক ন্যায়

হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার মূলে যেহেতু বৈষম্যের ধারণা নিহিত আছে এবং জাতিভেদ প্রথার বৈধতা যেহেতু ধর্মের দ্বারা অনুমোদিত, সেহেতু আম্বেদকরের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দু ধর্মের কাঠামোর মধ্যে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। তাঁর মতে জাতিভেদ প্রথার সংস্কারের ক্ষেত্রে জাতির ধারণার থেকে তার ভিত্তি যে হিন্দুধর্ম তাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন। ফলত, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মধ্যে দিয়ে হতে পারে না। সামাজিক ন্যায় অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী মূল্যবোধের আকর যে ধর্মীয় অনুশাসন, সেই অনুশাসনের সংস্কার ও নৈতিকতার পুনঃস্থাপন। জাতিপ্রথার স্তরবিন্যাসগত বৈষম্যের ধারণা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আম্বেদকর যেভাবে হিন্দুধর্মের নৃশংসতার দিকটি উন্মোচন করেছেন তার থেকে একথা মনে হতে পারে যে ধর্ম হল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার একমাত্র অন্তরায়। কিন্তু, আম্বেদকর এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে সামাজিক ন্যায় তখনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেরদের মধ্যে একধরণের নৈতিক শৃঙ্খলার স্থাপন করতে সক্ষম হবে এবং এই নৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপনের ক্ষেত্রে ধর্ম অপরিহার্য। তাই সামজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের কাঠামোগত অপারগতাকে লক্ষ করে আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন, যে সম্পর্ক সম্পূর্ণতা লাভ করে তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে।

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও জাতিভেদ প্রথার নির্মূলকরণে বৌদ্ধধর্মকে নির্বাচন করা আম্বেদকরের কোনও আকস্মিক বা হঠকারী সিদ্ধান্ত ছিল না। এই নির্বাচনের পিছনে ছিল বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সুসংবদ্ধ মূল্যায়ন। আম্বেদকর এমন এক ধর্মের খোঁজে ছিলেন যে ধর্ম একদিকে যেমন যৌক্তিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তেমনি অন্যদিকে নৈতিক আচরণের বিকাশের পাশাপাশি সামাজিক সমতাকে স্বীকৃতি দেবে। তাঁর মতে, বৌদ্ধধর্ম এই মানদণ্ডগুলো পূরণ করার পাশাপাশি হিন্দুধর্মের শ্রেণীবিন্যাসগত বৈষম্য ও গোঁড়ামিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে মুক্ত। বৌদ্ধধর্মকে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করার পূর্বে, আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মের পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন। যে ব্যাখ্যার লক্ষ্য ছিল বৌদ্ধধর্মকে আধুনিক সমাজের পরিস্থিতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তোলা। *The Buddha and His Dhamma* গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধধর্মকে একটি সামাজিক নীতিসমূহের ব্যবস্থা হিসেবে পুনর্গঠন করেছেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সমস্ত অধিবিদ্যামূলক তত্ত্বকে বর্জন করেছেন। যেমন,

[23] On the 26th of January 1950, Constituent Assembly Debates, 25 November 1949.

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদ অননুমোদিত। কারণ এই তত্ত্বগুলি নিয়তিবাদকে নির্দেশ করে এবং আম্বেদকর মনে করতেন যে, যেকোনো নিয়তিবাদী তত্ত্ব ব্যক্তির অবস্থাকে তার অতীত কর্মের ফল হিসেবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্যকে স্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

আম্বেদকর ধর্ম ও রিলিজিয়নের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে রিলিজিয়ন একান্তভাবে ব্যক্তিগত বিষয় এবং তা কখনও জনজীবনের অংশ হওয়া উচিত নয়। অন্যদিকে ধর্ম, তাঁর মতে, সামাজিক বিষয়। সামাজিকতা ধর্মের ক্ষেত্রে মৌলিক ও অপরিহার্য। তিনি লিখেছেন, "Dhamma is righteousness, which means right relations between man and man in all spheres of life"।[24] তাই ধর্ম ছাড়া সমাজ অচল। কোনও ব্যক্তি ধর্মকে পছন্দ করুক বা না করুক, ধর্মকে সে কখনও অস্বীকার করতে পারবে না। আম্বেদকরের ধর্মের ধারণার মধ্যে ব্যক্তিগত মুক্তির কোনও স্থান নেই। ধর্মকে সামাজিক নৈতিকতার নিরিখে পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধধর্মকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাঠামোগত ভিত্তি হিসেবে প্রস্তুত করেছেন যা মানুষের আচরণসমূহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমতা, করুণা/সহানুভূতি এবং সামাজিক সম্প্রীতির উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মকে অনুসরণ করে আম্বেদকর নীতি ও নিয়মের মধ্যে যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, "A principle leaves you freedom to act. A rule does not. Rule either breaks you or you break the rule"।[25] এই পার্থক্য ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার ভিত্তিরূপে কাজ করে। হিন্দুধর্ম যেখানে শাস্ত্রীয় নিয়মের কঠোর আনুগত্যের কথা বলে, সেখানে বৌদ্ধধর্ম নৈতিক স্বাধীনতা ও যৌক্তিক চিন্তাভাবনার কথা বলে। আম্বেদকরের মতে নৈতিক স্বাধীনতা বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

আম্বেদকর ধর্ম ও রিলিজিয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে রিলিজিয়নের উদ্দেশ্য হল জগতের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা। কিন্তু ধর্মের উদ্দেশ্য হল জগতের পুনর্নির্মান করা।[26] তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে ধর্ম ব্যক্তিকে ঈশ্বর, আত্মা ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন পারলৌকিক বিষয়ে উৎসাহিত করে তা যথার্থ ধর্ম হতে পারে না। আম্বেদকর বুদ্ধকে অনুসরণ করে ধর্মের দুটি বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। প্রথমত ধর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সমতার দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা করা এবং ধর্মের দ্বিতীয় ও মূখ্য উদ্দেশ্য হল জগৎ থেকে দুঃখের বিনাশ ঘটানো। আম্বেদকরের মতে স্তরভিত্তিক বৈষম্য যেহেতু ব্যক্তির দুঃখের অন্যতম উৎস, সেহেতু, সেই ধর্মই প্রয়োজন, যে ধর্ম জগতে দুঃখের কারণকে চিহ্নিত করে তার নির্মূলকরণের উপায় নির্দেশ করে। প্রশ্ন হল দুঃখের নিবৃত্তি কীভাবে হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে, বুদ্ধকে অনুসরণ করে আম্বেদকর লিখেছেন, "if every person followed (1) the Path of Purity; (2) the Path of Righteousness ; and (3) the Path of Virtue, it would bring about the end of all suffering"।[27]

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বৌদ্ধধর্মকে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে আম্বেদকর আপাতদৃষ্টিতে ফরাসি বিপ্লব-সঞ্জাত liberty, equality, fraternity ইত্যাদি মূল্যবোধের ওপর জোর দিয়েছেন। কারণ তাঁর মতে এই তিনটি মূল্যবোধ আসলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মূল নীতি এবং তিনি মনে করতেন যে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই মূল্যবোধগুলি উপস্থিত

[24] Ambedkar, B. R. *The Buddha and His Dhamma.* p.316

[25] ঐ, পৃ.৩৪৭.

[26] ঐ, পৃ.৩২২.

[27] ঐ, পৃ.১২২.

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

আছে। তিনি লিখেছেন, "...my Social Philosophy, may be said to be enshrined in three words: Liberty, Equality and Fraternity. Let no one...say that I have borrowed my philosophy from the French-Revolution. My philosophy has roots in religion and not in political science. I have derived them from the teachings of my Master, the Buddha"।[28] ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা তাঁর চিন্তাধারায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তি এবং সমতা সামাজিক সংহতির জন্য অপরিহার্য হলেও, ভ্রাতৃত্ববোধের অনুভূতি ছাড়া এগুলো টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ভ্রাতৃত্ববোধ, তাঁর মতে, ন্যায়সঙ্গত সমাজের নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করে। ভ্রাতৃত্ববোধের অভাবে, স্বাধীনতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দিকে পরিচালিত হতে পারে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমতা উপস্থিত থাকলেও অসমতা টিকে থাকতে পারে। বৌদ্ধধর্মে করুণা ও মানুষের আন্তঃসম্পর্কের মতো ধারণাগুলি ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি প্রদান করে।

উপসংহার

জাতিভেদ প্রথা নিয়ে আম্বেদকরের গভীর বিশ্লেষণাত্মক ও আদর্শগত আলোচনা যে মৌলিক বিষয়কে নির্দেশ করে তা হল জাতিভেদ প্রথাকে কেবলমাত্র একটি সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস হিসেবে গণ্য করে এমন কাঠামোর মাধ্যমে যথাযথভাবে বোঝা সম্ভব নয়। এর জন্য এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন যা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসকেই নয়, বরং নৈতিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সামাজিক জীবনের ওপর এর প্রভাবকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। আম্বেদকরের বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই যে, জাতিভেদ প্রথা কেবল একটি সামাজিক কাঠামো নয়, বরং ধর্মীয় কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যবস্থাও বটে। শাস্ত্রের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার বৈধতা প্রদান করা হয়। তাই সমাজ সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করে আম্বেদকর ধর্মীয় নিয়মের ও কর্তৃত্বের কড়া সমালোচনার পাশাপাশি সামাজিক সম্পর্ক এবং নৈতিক চেতনার উন্মেষের ওপর জোর দিয়েছেন। সামাজিক গণতন্ত্রের মূল নীতি হিসেবে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর তাঁর গুরুত্ব প্রদান করা প্রকৃতপক্ষে ন্যায়সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক ভিত্তিগুলিকে নির্দেশ করে। তাঁর চিন্তায়, বিশেষ করে, ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ধারণা সমান মানবতাকে নির্দেশ করে, যা জাতিভেদ প্রথা মৌলিকভাবে অস্বীকার করে। জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ ধর্মের নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকারের মাধ্যমে ঘটলেও, বৌদ্ধধর্মের পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে যুক্তি, সহানুভূতি ও সাম্যের ধারণার ওপর নির্ভরশীল এমন একটি বিকল্প নৈতিক কাঠামো তিনি প্রদান করেছেন যা শেষ পর্যন্ত ধর্মকে বৈষম্যমূলক শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিভূমির পরিবর্তে মুক্তির একটি উৎস হিসেবে গড়ে তোলে। পরিশেষে, আম্বেদকরের চিন্তাধারা সামাজিক ও নৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা উন্মোচন করে। তাই তিনি লিখেছেন, "So long as you do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by law to you, is of no avail"।[29]

Bibliography

• Ambedkar, B. R. *"My Philosophy of Life".* In *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches*, Vol. 17, Part III. Government of Maharashtra, 1979.

• Ambedkar, B. R. *"The Hindu Social Order—Its Eseential Principles".* In *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and*

[28] Ambedkar, B. R. *My Philosophy of Life*. p. 503

[29] Ambedkar, B. R. *What Way Emancipation?* in *Writings and Speeches. p.127*

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

Speeches, Vol. 3. Government of Maharashtra, 1979.

- Ambedkar, B. R. *"What Way Emancipation?".* In *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches*, Vol. 17, Part III. Government of Maharashtra, 1979.
- Ambedkar, B. R. *Annihilation of Caste.* In *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches*, Vol. 1. Bombay: Government of Maharashtra, 1979.
- Ambedkar, B. R. *States and Minorities.* In *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches*, Vol. 1. Bombay: Government of Maharashtra, 1979.
- Ambedkar, B. R. *The Buddha and His Dhamma.* In *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches*, Vol. 11. Bombay: Government of Maharashtra, 1979.
- Dirks, Nicholas B. *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India.* Princeton: Princeton University Press, 2001.
- Dumont, Louis. *Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications.* Chicago: University of Chicago Press, 1970.
- Guru, Gopal, and Sundar Sarukkai. *The Cracked Mirror: An Indian Debate on Experience and Theory.* New Delhi: Oxford University Press, 2012.
- Rao, Anupama. *The Caste Question: Dalits and the Politics of Modern India.* Berkeley: University of California Press, 2009.
- Rege, Sharmila. *Against the Madness of Manu: B. R. Ambedkar's Writings on Brahmanical Patriarchy.* New Delhi: Navayana, 2013.
- Yengde, Suraj. *Caste Matters.* New Delhi: Penguin Random House India, 2019.